হাওড়া জিলার একটী সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা

একটুও মিথ্যা নহে

সতী নুরজাহানের ইজ্জত রক্ষা

ময়না পাখীর সাক্ষীতে

আসামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

রচয়িতা ও প্রকাশক—মোঃ জামিন আলি খান

সাং সিংবেড়িয়া, পোঃ -- পঞ্চগ্রাম, জেলা—২৪ পরগণা।

পোষ্টকার্ড পাঠাইলে উত্তর দেওয়া হয়।

॥ কবিতা, আরম্ভ ॥

শোনেন বন্ধুগণে বর্ত্তমানে অদ্ভুত এক ঘটনা,
দিল ময়না পাখী মামলার সাক্ষী কবিতার বর্ণনা।
কথা মিথ্যা নয় ২ সত্য হয় রাখিবেন স্মরণ,
ময়না পাখী কথা বলে জানে অনেকজন।
ঘটনা হাওড়া জেলা ২ চণ্ডীতলা থানারী অধীনে,
গ্রামের নামটি শ্রীনাথপুর রাখবেন সবাই মনে।
ছিল জমিদার ২ নামটি তার ছাদেক আলি মিঞা,
ছোট ভাই তার রমজান আলি আই এ পাশ করিয়া।
তিনি বেড়ান ঘুরে ২ খাঁচার ভিতরে ময়না পাখী পুষে,
দিবাবিশি পাখীটাকে অতি ভালবাসে।
পাখীটাক শেখায় বুলি ২ রমজান আলি করিয়া যতন,
বাংলা হিন্দী ভাষা পাখী করে উচ্চারণ।
বলে ছাদেক মিঞা ২ রাগ করিয়া রমজান তুমি শোন,
পাখী কি তোমার খোরাক পোশাক করিবে বহন।
নাইকো জমিদারী ২ চিন্তায় মরি সংসার চলবে কিসে,
কোন চাকরী না করিলে আর চলবে না পাখী পুষে।
লক্ষীছাড়ার মত ২ অবিরত ঘুরে বেড়াও কেন,
ভাইয়ের রাগ দেখিয়া রমজানের ঘৃণা হল মনে।
পরদিন ভোরবেলাতে ২ বাড়ী হতে রওনা হইল,
প্রাণের পাখী ময়না পাখী সঙ্গে করে নিল।
গেল মেদিনীপুরে ২ বেড়ায় ঘুরে চাকরী নাহি মেলে,
রমজান আলি চিন্তা করে বসে গাছের তলে।
বলে খোদার তরে ২ অন্তরে করিয়া ভাবনা,
সর্ব্বজীবের খোরক যোগাও তুমি পাক রব্বানা।
রুজির মালেক শুনি ২ কাদের গণি পাক-পরওয়ার,
তুমি ভিন্ন এ সংসারে আর কেহ নাই আমার।
আমি কি করিব ২ কোথায় যাব ভেবে না পাই কুল,
অকুলের কাণ্ডারী তুমি সর্ব্বজীবের মূল।

দুঃখে কাঁদিতেছে ২ খোদার কাছে রমজান যখন,
স্কুল হতে একটি মেয়ে আসিল তখন।
বয়স তার হবে বার ২ কিংবা তের তার বেশী নয়,
পুর্ণিমার ওই চাঁদের মত অঙ্গের শোভা হয়।
মেয়ের নাম নুরজাহান ২ পড়ে কোরান নম্রতা স্বভাব,
চলন ফেরন দেখলে বুঝায় সতীত্বের ভাব।
নুরজাহান আসছে বাড়ী ২ তাড়াতাড়ি বেলা বারোটায়,
রৌদ্র তাপে ক্লান্ত হয়ে দাঁড়ায় গাছ তলায়।
মেয়েটি দেখতে পেলে ২ খাঁচায় ছিল ওই যে ময়না পাখী,
রমজান আলির অশ্রুভরা দেখল দুটি আঁখি।
পাখী কয় মেয়েটাকে ২ কাতর স্বরে কি দেখছেন আম্মাজান,
কিছু খোরাক দিয়ে আজ আমাদের রক্ষা কর প্রাণ।
আজ অনাহারে তিনদিন এই টাউনে ঘুরি,
পিতা আমার রমজান আলি না পায় চাকুরী।
মেয়ে তাই শুনিয়া ২ বাড়ী গিয়া মায়ের শুনায়,
দেখলাম পাখীসহ একটি ছেলে বসে গাছতলায়।
আছে উপবাসে ২ তিনদিন সে কিছু নাহি খায়,
ময়না পাখী আমার কাছে খোরাক মাগো চায়।
যদি খোরাক বিনে ২ মরে প্রাণে ওই বিদেশী ছেলে,
খোদার কাছে গুনাগার হবে বুঝে দেখ দেলে।
মেয়ের মুখের বাণী মা জননী শুনে তখন কয়,
ছেলেটিকে ডেকে আন আমাদের আলয়।
মায়ের বাক্য শুনি ২ যায় তখন বিবি নুরজাহান,
রমজান আলিকে ডেকে এনে বসতে দেয় বিছানায়।
বসায় বৈঠকখানায় ২ দেখতে পায় নুরজাহানের মা,
আলো করেছে ঘরখানা ছেলের চেহারায়।
ভাবে মনে মনে ২ ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিব,
বিয়ে দিয়ে মেয়ে জামাই ঘরেতে রাখিব।

ধারণা এই করে ২ রমজান তার করে জিজ্ঞাসন,
বিদেশেতে তুমি বাবা এলে কি কারণ।
বলে রমজান আলি ২ শোনেন বলি ওগো আম্মাজান,
বিদেশেতে করতে এলাম চাকুরীর সন্ধান।
কথা বলে যখন ২ এলো তখন নুরজাহানের পিতা,
নামটি তাহার কাদের গণি শোনেন যত শ্রোতা।
ছিল শ্রেষ্ঠ ধনি ২ কাদের গণি করেন যে কারবার,
সোনা চাঁদির ব্যবসা ছাড়া ব্যবসা নাই তার।
গিন্নি বলিতেছে, ২ স্বামীর কাছে শুন প্রাণনাথ,
তিন দিবস ঐ ছেলেটির পেটে নাইক ভাত।
অই. এ, পাশ করে ২ পাখী লয়ে করে দেশ ভ্রমণ,
চাকুরীর জন্য এল ছেলে মেদনীপুর এখন।
বলে কাদের গণি ২ শুন গিন্নি মোদের ভাগ্য বলে,
নুরজাহানের জোড়া খোদে দিয়াছে মিলিয়া।
রমজানকে বলে বাবা দেখ কোথায় যাবে চাকরী করিবারে,
আছে কত কর্ম্মচারী আমারী আওারে।
তাদের খাটাইয়া ২ হিসাব দিবে থাকো মোর বাড়ীতে,
আমার যত খাতা পত্র বুঝে নিবে হাতে।
কথাটি বলে যখন ২ শুনে তখন খুশী হল ছেলে।
রমজান বলে দুঃখ খোদা গেছে আমার চলে।
কারবার বুঝে নিল ২ শান্তি পেল রমজানের মনেতে.
ছয় মাস পরে বিয়ে হয় নুরজাহানের সাথে।
এসব বিধির খেলা যায় না বলা একটি বৎসর পরে,
রমজান আলি চিঠি লেখে বড় ভায়ের তরে।
আছে কি অবস্থায় ২ হাওড়া জেলার ছাদেক আলি মিঞা,
তার দিন যেতেছে অতি কষ্টে সংবাদ পাইয়া।

শ্বশুরকে বলে বাবা আমার মন যে উতলা হয়েছে,
বড় ভাই মোর ছাদেক আজ কি কষ্টেতে পড়েছে।
সংবাদ পাওয়া গেছে ২ আপনার কাছে জানাই নিবেদন,
আমার ভায়ের সঙ্গে করব দেখা বিদায় দেন এখন।
শুনে কাদের গণি ২ বলে তখনি যাও বাছাধন,
খোদা তোমাদের সুখে রাখুক এই নিবেদন।
শুনে রমজান মিঞা ২ প্রণাম করে শ্বশুরের পায়ে,
স্বামী স্ত্রীতে রওনা হলো সেই পাখীটি লয়ে।
গেল ষ্টেশন ঘরে ২ মেদনীপুরে রমজান আলি মিঞা,
কাষ্টে ক্লালে টিকিট কাটে নোট ভাঙ্গাইয়া।
দুজন চলে গেল ২ রাত বাজিল বারটা যখন,
রামনগর ষ্টেশনে তখন নামিল দুইজন।
তারপর্ পানসিঘাটে ২ গিয়া দেখে নৌকা একখানা,
নৌকার উপরে বসে আছে মাঝি পাঁচজনা।
মাঝি পচার সরদার ২ সেই দুরাচার নুরজাহানকে দেখে,
রূপেতে মোহিত হয়ে রমজানকে কয় ডেকে।
আপনি যাবেন কোথায় ২ রাত বারটায় দেখি নদীর তটে
রমজান বলে যাব আমি শ্রীনাথপুরের ঘাটে।
ভাড়া চুক্তি হল ২ টাকা ষোল করিল গমন,
নৌকায় উঠে রমজান আলি করিল শয়ন।
সঙ্গে নুরজাহান ২ নিদ্রা যায় জেগে নাহি রয়,
দুষ্ট মাঝি পচার সরদার এদিক ওদিক চায়।
মাঝিরা দাঁড় মারে ২ ভীষণ জোরে নৌকা খানি চলে,
মাইল পাঁচেক দূরে গিয়ে পচায় মাঝি বলে।
শুন সঙ্গীগণ ২ আজিকার খুনে যাহা কিছু পাবে,
টাকা পয়সা সোনা দানা তোমরা সব নিবে।

আমি ভাগ নিবনা ২ এই বাসনা জাগিয়েছে অন্তরে,
এই মেয়েটিকে সংগে নিয়ে যাব আপন ঘরে !
তখন দুষ্টের দলে সবাই মিলে রমজানকে ধরিল,
শেষে রশি দিয়ে হস্তপদ বন্ধন করিল ।
ধরে সবাই মিলে ২ গভীর জলে দিল বিসর্জ্জন,
এদিকে ঘুমায়ে স্বপ্ন দেখে বিবি নুরজাহান ।
স্বপ্নে যা দেখিল ২ সত্য হল কাছে নাই তার পতি,
পতির শোকে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে ওঠে সতী ।
বলে মালেক নাই ২ গতি নাই তুমি ভিন্ন আর,
সতীর ধর্ম্ম রক্ষা কর পাক পরোয়ার ।
সতী এই বলে ২ ব্যাকুল হৃদে করিতেছে রোদন,
পচায় মাঝি বলে তুমি কাঁদ কি কারণ ।
আমার বাড়ী যাবে ২ সুখে রবে কেঁদোনা,
তোমার গায়ে দিব এক শো ভরি সোনার গহনা ।
দুষ্টের বাক্য শুনে ২ সতীর প্রাণে লাগিছে আঘাত,
সতী কাদে খোদার কাছে স্বামীকে কর সাথ ।
তুমি অন্তরযামী ২ জগৎস্বামী জগতের সার,
পড়েছি আজ ঘোর বিপদে রক্ষা কর মান ।
এই আরাধনা ২ পাক রব্বানা করিল কবুল,
মাঝিমল্লার দিগ্বিদিক হয়ে গেছে ভুল ।
যাব কোন দিকেতে ২ কুয়াশাতে আচ্ছন্ন হয়েছে,
নদীর ভিতর প্রবল বেগে বন্যা উঠে গেছে ।
নৌকার দাঁড় ছিড়ে ২ তুফান পড়ে মাঝিরা চারজন,
জড়াজুড়ি করে শেষে হারাল জীবন ।
দেখে পচায় মাঝি ২ ভয়ে পাজী অবাক হয়ে রহিল,
ক্রমে গ্রমে নৌকাখানি কুলেতে ভিড়িল ।

এদিকে রমজান আলি ২ আসিবে বাড়ী চিঠি লিখেছে,
কথা বলার পরে নদীর তটে এলো ছাদেক আলি।
দেখে ঘাটে পান্সী নৌকা রয়েছে ভিড়িয়া,
মাঝি হাল ধরে রয় ২ বসে কথা না কয় মুখখানা তার ভার
ছাদেক আলির দেখে ময়না পাখী ডাকছে বার বার।
বলে ও চাচাজান ২ বাপজানের প্রাণ মাঝিরা বেঁধেছে,
নৌকার ভিতর এসে দেখুন মা বসে কাঁদছে।
পাখীর ডাকে তখন ২ এলো যখন ছাদেক আলি মিঞা,
বলে এই পাখীর সঙ্গে লয়ে রমজান যায় চলিয়া।
হায়রে কি সর্ব্বনাশ রমজানের লাস কোথায় ভেসে গেল,
ভাই বলিয়া ছাদেক আলি কেঁদে আকুল হলো।
সঙ্গে যারা ছিল ২ জানাইল প্রতিবেশীদেরে,
চৌকিদার আর দফাদার বাঁধে ঐ মাঝিরে।
লয়ে বাড়ী পরে ২ মারপিট করে লোকটিজন জুয়া,
ময়না পাখীর মুখে সব বৃত্তান্ত শুনিয়া।
শুনে হায় হায় করে ২ রমজানের কিবা গতি হয়,
কবি এখন ভেবে বলে সদাই ধর্ম্মের জয়।
লাস ভাসিয়া যায় ২ ভোর বেলায় লাগে থানার ঘাটে,
দারোগাবাবু স্নান করিতে এলো নদীর তটে।
লাসকে দেখতে পেল ২ কাছে গেল বিয়া তখন দেখে,
মরার চিহ্ন নাইকো লাসে নিঃশ্বাস চলে নাকে।
খোদা বাঁচায় যারে ২ মারতে তারে কেহ নাহি পারে,
আয়ু থাকতে এ সংসার কেহ নাহি মরে।
স্কুলে পড়ত যখন ২ রমজান তখন সাঁতার শিক্ষা করে,
চব্বিশ ঘণ্টা থাকতো নিজের হাত পা বাঁধা করে।
এইরূপ সাঁতার দেখে ২ প্রাইজ তাকে দিল কতজনা,
এইরূপ শিক্ষার ফলে রমজান আলি পানিতে ডুবে না।
বন্ধন খুলে দিয়ে ২ সঙ্গে লয়ে থানার উপরেতে,

দারোগাবাবু ডায়রী লিখেন আসামী ধরিতে।
ডায়েরী লিখে যখন ২ এলো তখন ছাদেক আলি মিঞা,
তখন চৌকিদার ও দফাদার আসামী লইয়া।
চারিজন হাজির হলো ২ দেখতে পেল ছাদেক আলি মিঞা
ছোট ভাই তার রমজান আলি থানাতে বসিয়া।
ভাইকে দেখতে পেয়ে ২ কাছে গিয়া বুকে তুলে নেয়
ভাই বলিয়া ছাদেক আলি কেঁদে আকুল হয়।
দুঃখ প্রকাশ করে ২ ভায়ের তরে ছাদেক আলি মিঞা,
সে যে আসামীকে দেয় চালান হাজতে রাখিয়া।
মামলা জজ কোর্টে ২ লোক জোটে হাজার হাজার,
দিল ময়না পাখী মামলার সাক্ষী শুনিতে চমৎকার।
পাখী সাক্ষী দিল ২ মামলা হল জজ কোর্টের পরে,
মালামাল বহু ছিল পচাই মাঝির ঘরে।
ঘটনা সত্য হল ২ রায় লিখিল জজ সাহেব তখন,
পচাই মাঝির কারাদণ্ড হল আজীবন।
ধন্য সতী নারী প্রচার করি যে জনা হইবে,
ভাসুর শ্বশুর শ্বাশুড়ী ও স্বামীকে ভজিবে।
কবি প্রকাশ করে ধর্ম্মের জোরে শুন হিন্দু মুসলমান.
দেখ কিরূপে হয় ধর্ম্মের আর অধর্ম্মের পতন।
জামিন বলে এবার চমৎকার বিচার সুন্দর,
দুই আনা কবিতার দাম নিবেন ঘরে ঘর।
পত্নী শিক্ষা পাবে ২ বুঝতে পারবে সতীর কি মহিমা,
সতী নারী পতি ছাড়া আর কিছু চায়না।
এখন এইখানেতে ২ শেষ করিলাম কবিতা বন্দনা,
দুই আনা কবিতার দাম ভুলে যাবেন না।
আমার কাজ হলো শুধু ভাই বই লিখে যাওয়া,
শিখবার মত লিখি আমি হরেক রকম ছড়া।
কবিতা ইতি হলো জানাই নমস্কার। (সমাপ্ত)